দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৯ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২

হাওরাঞ্চলের প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার প্রকৃতি

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*
মোহাম্মদ তারিক আহসান**

সারসংক্ষেপ

প্রতিবন্ধিতা কোন সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম কিংবা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী নয়। প্রতিবন্ধিতা সকল সম্প্রদায়-জাতি-ধর্ম-ভাষাভাষির অন্তর্ভুক্ত এমন এক জনগোষ্ঠী, যাদের রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ ছাড়াও প্রত্যেকের ভিন্নমাত্রিক অথচ বাস্তবসম্মত চাহিদা। এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রতিবন্ধী শিশুর টেকসই মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নে সর্ব প্রথম প্রয়োজন সকল প্রতিবন্ধী শিশুর 'শিক্ষায় একীভূতকরণ' নিশ্চিত করা। হাওরাঞ্চলের অধিকাংশ নিউরো ডেভলাপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি (এনডিডি) ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলগামী নয়। যে সব প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলগামী তাদের অধিকাংশ মৃদু ও মাঝারি মাত্রার শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু। তারাও আবার স্কুলে নিয়মিত নয়। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে হাওরাঞ্চলের প্রতিবন্ধী শিশুরা অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিবন্ধী শিশুদের চেয়ে প্রতিনিয়ত শিক্ষায় বিশেষ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখাপেক্ষী হন; যা তাদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার এক সুনিভৃত অনুঘটক। মূলত কিশোরগঞ্জ জেলার হাওরাঞ্চলে বসবাসরত স্কুল গমনোযোগী প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নির্ণয় এ প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: হাওরাঞ্চল, প্রতিবন্ধিতা, প্রতিবন্ধী শিশু, এনডিডি শিশু, একীভূত শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা

১. পটভূমি

হাওরের অপার অসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি বর্ষপঞ্জির শোভা বর্ধন করে। সেই শোভায় নান্দনিক হয়ে ওঠে কত শত নাগরিক গৃহকোণ। সচেতনভাবে আমরা ভাবি না, হাওরের ওই মিঠা জলেও মিশে থাকে হাজারো মানুষের নোনা জল। হাওরাঞ্চল (টীকা

* প্রতিবন্ধিতা-বিষয়ক গবেষক, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
** অধ্যাপক, বিশেষ শিক্ষা বিভাগ, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১) যেন আলাদা এক বাংলাদেশ। মূলস্রোতের জনপদের সঙ্গে তার যেন এক ধরনের বৈমাত্রেয় সম্পর্ক। আর শতাব্দীর চালচিত্রে তা পেয়েছে এক অনিবার্য রূপ। প্রকৃতি যেখানে তার লীলাখেলায় দেশের বিস্তীর্ণ এলাকাকে দিয়েছে এমন এক স্বতন্ত্র পরিচয়, যেখানে জলরাশির উদ্দাম যৌবন ফিরে আসে বর্ষার সমাগত সান্নিধ্যে, আবার তা শুকনো মৌসুমে পরিবর্তিত হয়ে যায় অন্যতর এক ভূগোলে।[১] হাওরের এই ভিন্নধর্মী রূপ-কথার প্রভাবে ওই জনপদের মানুষকে যে এক উপায়হীন বাস্তবতাকে অহর্নিশ মেনে নিতে হয়। বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলের পরিধি প্রায় ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার, যা বাংলাদেশের সমগ্র এলাকার ৭ শতাংশের সমান। হাওরাঞ্চলে বসবাসরত মোট জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি।[২] হাওর-বাওর ও সমতলভূমির বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতির একটি বিস্তীর্ণ জনপদ কিশোরগঞ্জ জেলা।

বাংলাদেশ তথ্য বাতায়ন-এর হালনাগাদ তথ্য মোতাবেক বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলার মোট জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ আটাশ হাজার ৭০৬ জন; যার মধ্যে মহিলা পনের লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৬৭ জন এবং পুরুষ চৌদ্দ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৩৯ জন। মোট জনসংখ্যার ৩৬ হাজারের অধিক মানুষ কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধিতার শিকার।[৩] কিশোরগঞ্জ জেলার গড় শিক্ষার হার (৫ বছর এবং এর তদূর্ধ) ৫০.০৮ শতাংশ।[৪] জেলায় প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষার হারের কোনো সুনিদিষ্ট তথ্য-উপাত্ত নেই। তবে হাওরাঞ্চলে বসবাসকারীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে ১৭ শতাংশ প্রাথমিক এবং ১ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করেছে।[৫]

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮ এ উল্লেখ আছে "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।' যদিও নাগরিক হিসাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা কোন অধ্যায় বাংলাদেশের সংবিধানে নেই। তবে শিক্ষাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকারের কথা সাংবিধানিক অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে অনুচ্ছেদ-১৫ (ক), ১৭ (ক) এবং ২০ (১)-তে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতির 'বিশেষ শিক্ষা' অধ্যায়ে সুনির্দিষ্ট করে প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষার অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ অধ্যায়ে বলা হয়েছে "প্রতিবিন্ধতার (টীকা-২) ধরন ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা হবে, তবে প্রতিবন্ধিত্বের গুরুতর মাত্রার কারণে যাদেরকে এভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর হবে না তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।[৬] কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদসহ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯), বাংলাদেশ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৯০), প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন (২০১৩) এবং জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির

অধিকার সনদ (২০০৬)-এ প্রতিবন্ধী শিশুর অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষার হার এখনও উল্লেখযোগ্য নয়। তাই সময়ের দাবীতে এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে চরম বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

২. যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশু (টীকা ৩) রয়েছে ৩৫ লক্ষ।[৭] অনুমান করা হয় প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা বর্তমানে দেশে ৪০ লক্ষের অধিক। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ৯৭ শতাংশ হলেও মাত্র ১১ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু যে কোনো ধরনের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।[৮] এতে সহজেই অনুমেয় শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুরা বাংলাদেশে সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে রয়েছে। সারা বিশ্বে মাত্র ৫২ শতাংশ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা গেছে; যা বাংলাদেশে কোনোভাবেই ২৫ শতাংশের অধিক নয়। অথচ গবেষণায় প্রমাণিত ৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু সামান্য বা কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপন করতে পারে। ২০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু কিছুটা পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করতে পারবে। শুধু ২০ শতাংশ উচ্চমাত্রার বা চরম প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে।[৯] শিক্ষায় একীভূতকরণ প্রশ্নে দেশের হাওরাঞ্চলের প্রতিবন্ধী শিশুরা আরো পিছিয়ে। এর কারণ বহুমাত্রিক। তবে ভৌগলিক অবস্থান এবং অবস্থানগত দারিদ্র্য এ শিশুদের শিক্ষা বঞ্চনায় বিশেষ বাঁধার প্রাচীর হয়ে আছে যুগ-যুগ ধরে। সর্বশেষ আয় ও খানা জরিপ এবং দারিদ্র্য মানচিত্র প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্য বেশি, এমন ১০টি জেলার মধ্যে হাওরাঞ্চালের একমাত্র জেলা হচ্ছে কিশোরগঞ্জ।[১০] দারিদ্র্য যেমন প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টির অনুঘটক-প্রভাবক তেমনি প্রতিবন্ধিতা খানার দারিদ্র্য বাঁড়ায়।[১১] তাছাড়া দারিদ্র্য-প্রতিবন্ধিতা-শিক্ষা নিবিড়ভাবে জড়িত। এমতাবস্থায় সময়ের দাবি হিসেবে দেশের পিছিয়ে পড়া বা পিছিয়ে রাখা কিংবা পিছিয়ে থাকা হাওরাঞ্চলে কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুর অংশগ্রহণ পরিস্থিতির প্রকৃতচিত্র অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

৩. সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণা প্রবন্ধটির তথ্যবহুল ও যুগপোযোগিতার প্রয়োজনে প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষা বিষয়ে রচিত বিভিন্ন লেখক ও সম্পাদকের বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ অধ্যায়ন করা হয়েছে। এ সব পুস্তক ও প্রবন্ধের মধ্যে সুনীতি চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত ‘অটিজম: আমাদের অ-সাধারণ

শিশুরা', পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সম্পাদিত প্রতিবন্ধিতা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক তথ্যপুস্তক 'বিভাসিত আলোক', মুহাম্মদ নাজমুল হক ও মুহাম্মদ মাহবুবু মোর্শেদ কর্তৃক রচিত 'অটিজমের নীল জগত', রমিজ উদ্দিন আহম্মেদ, হাসিনা মোর্শেদ ও ফরিদা আকতার রচিত 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু', নিরাফাত আনাম, মোহাম্মদ তারিক আহসান ও নাসিমা আক্তার কর্তৃক রচিত 'শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা: কারণ, প্রতিকার ও উন্নয়ন সহায়তা', বিষ্ণুপদ নন্দ ও সারাওয়াতারা জামান রচিত 'ব্যতিক্রমধর্মী শিশু', দিবা হোসেন ও মো. শাহরিয়ার হায়দার কর্তৃক রচিত 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ও শিক্ষা' এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্ট, ইউএন রিপোর্ট, আহমেদ এন্ড কাশেম কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ এবং মোহাম্মদ তারিক আহসান কর্তৃক রচিত আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুসন্ধানে দেখা যায় অধ্যয়নকৃত গ্রন্থে প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষা ধারণা, শিখন-শেখানো কৌশল, একীভূত শিক্ষা ধারণা এবং প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় বর্ণিত হলেও কোথাও প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষায় ভৌগলিকগত বাঁধা এবং তা উত্তরণের উপায় সম্পর্কে বলা নেই। গ্রন্থগুলো মূলত লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত। উল্লেখিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কর্তৃক ১৯টি উন্নয়নশীল দেশে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, 'বিশ্বে মাত্র ৪৮ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে।[১২] বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতি ১০ জন প্রতিবন্ধী শিশুর মধ্যে ৩ জন প্রতিবন্ধী শিশু কখনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না। এর মূল কারণ হিসেবে এক. দৈহিক বাঁধা, দুই. প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি নেতিবাচক মনোবৃত্তি, তিন. অপযাপ্ত নীতি'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশুদের উল্লেখিত তিনটি কারণ-এর পাশাপাশি ভৌগলিক অবস্থান বিশেষত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের হাওরাঞ্চল যে প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষার পথে একটি বড় বাঁধা তা উল্লেখ নেই।

Education for disabled children stigma in Bangladesh: Perceptions, Misconceptions and Challenges (Ahmed and Kashem)[১৩] প্রবন্ধে লেখকদ্বয় প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাগত অধিকার প্রেক্ষপটে বিবিধ নীতিমালা, বিধি, আইনগত বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় অনুশাসন এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিগত বাঁধাসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে, মোহাম্মদ তারিক আহসান কর্তৃক সম্পাদিত একাধিক গবেষণায় (Ahsan & Mullick, 2013; Ahsan & Sharma, 2018; Ahsan, Deppeler & Sharma, 2013; Ahsan, Sharma & Deppeler, 2012) দেখা যায় উপরোক্ত গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি শিক্ষকদের নেতিবাচক

দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষত গুরুতর মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠদানের বিষয়ে সক্ষমতার অভাব এবং উদ্বিগ্নতা প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষায় একটি প্রধান বাঁধা হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এসব প্রবন্ধেও ভৌগলিক অবস্থান যে প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষায় একটি বাঁধা হতে পারে এই বিষয়টি উঠে আসেনি। এছাড়া "*An Analysis of the disabled children's Right to education in Bnagladesh.*[১৪] প্রকাশিত প্রবন্ধে মূলত বিবিধ সামাজিক ও পরিবেশগত বাঁধার কথা উল্লেখ করলেও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে হাওরাঞ্চলের প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নে কোন নির্দেশনা নেই। সুতরাং কিশোরগঞ্জ জেলার হাওরাঞ্চলে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় একীভূতকরণ গবেষণাটি নতুনত্বের দাবিদার।

৪. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

মূলত কিশোরগঞ্জ জেলার হাওরাঞ্চলে বসবাসরত স্কুল গমনোযোগী প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে একীভূতকরণের অবস্থা নিরূপণ, অংশীজনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সম্ভাব্য করণীয় দিক শণাক্তকরণই গবেষণার মূললক্ষ্য। গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্য হলো:

৪.১. গবেষণাকৃত এলাকায় অবস্থিত প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় একীভূতকরণে প্রবেশগম্যতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, গ্রহণযোগ্যতা ও অর্জন অবগত হওয়া;

৪.২. প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় একীভূতকরণে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে অংশীজনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা;

৪.৩. প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূতকরণে বিশেষত ভৌগলিকগত অবস্থান বিবেচনায় চ্যালেঞ্জসমূহের স্বরূপ উদঘাটন করা;

৪.৪. প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূতকরণে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় দিকসমূহ অনুসন্ধান করা।

গবেষণা প্রবন্ধটি মূলত তথ্য প্রত্যক্ষণ ও অনুসন্ধানমূলক নমুনা-জরিপের (*Sample Survey*) আলোকে রচিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গবেষণাকর্মে গুণগত *(Qualitative)* পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জের অস্ট্রগ্রাম উপজেলার কাস্তুল ইউনিয়ন, নিকলী উপজেলার সদর ইউনিয়ন ও বাজিতপুর উপজেলার হুমাইপুর ইউনিয়নে আগস্ট-নভেম্বর, ২০১৮ সময়ের মধ্যে গবেষণা এলাকায় বসবাসরত ৫-১৫ বছর বয়সী সকল প্রতিবন্ধী শিশু আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু।

গবেষণায় মূল তথ্য প্রদানকারী *(Key Informant)* যথা প্রতিবন্ধী শিশুদের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন *(FDG)*-এর জন্য গাইডলাইন, প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবক, শিক্ষক ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার এর জন্য সাক্ষাৎকার *(Interview)* পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় লিখিত কাঠামোবদ্ধ, অর্ধ-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন সম্বলিত সাক্ষাৎকার অনুসূচি এবং এফজিডি-র জন্য গাইডলাইন ব্যবহার করা হয়েছে। এফজিডির ক্ষেত্রে দলীয়ভাবে এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে ওয়ান-টু-ওয়ান নীতি ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যকে গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে বর্ণনামূলক উপায়ে গবেষণার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারী চরম মাত্রার এনডিডি শিশু এবং বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবকদের সাহায্যে তাদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫. গবেষণা বিশ্লেষণ

৫.১. সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূতকরণ

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূতকরণ বলতে শুধু বিদ্যালয়ে শিশুর প্রবেশগম্যতাকে বুঝায় না। এর সাথে শ্রেণি কক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিশুর গ্রহণযোগ্যতা এবং ফলাফল অর্জনকে বুঝিয়ে থাকে। বস্তুত প্রবেশগম্যতা বলতে প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে ভর্তি, নিয়মিত যাতায়াত ও বিদ্যালয়ের ভৌতকাঠামোর বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়। সক্রিয় অংশগ্রহণ বলতে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম, সহায়ক কার্যক্রম ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণকে বুঝিয়ে থাকে। গ্রহণযোগ্যতা বলতে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি পরিবার, সমাজ, সহপাঠী ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় নেওয়া হয়। অর্জন বলতে প্রতিবন্ধী শিশুদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ফলাফল, জীবনের লক্ষ্য এবং কর্মের সফলতা বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

অভিগম্যতা: প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিগম্যতা (ভর্তি, বিদ্যালয় পরিবেশ ও নিয়মিত যাতায়াত বিবেচনায়) পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ শিশু স্কুলগামী। কিন্তু তাদের অধিকাংশ নন-এনডিডি (যাদের স্নায়ুবিক বিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতা নেই) এবং মৃদু মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশু। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী এক তৃতীয়াংশ এনডিডি (টীকা ৪) (অটিস্টিক, বুদ্ধি, সিপি ও ডাউন্স) শিশুর মধ্যে কোন শিশু গবেষণাকালীন স্কুলগামী ছিল না। এর মধ্যে মাত্র ১ জন শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছিল বলে সমীক্ষায় উঠে আসে।

সক্রিয় অংশগ্রহণ: অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যেসব শিশু স্কুলগামী ছিল; তাদের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রমে (শ্রেণি কার্যক্রম, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও সহায়ক কার্যক্রমসমূহ) তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অধিকসংখ্যক স্কুলগামী প্রতিবন্ধী শিশু শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং এক্ষেত্রে তাদের কোনো ধরণের অসুবিধা হচ্ছে না। অল্পসংখ্যক ক্ষীণ ও আংশিক দৃষ্টি সম্পন্ন প্রতিবন্ধী শিশু বোর্ডের লিখাগুলো বুঝতে খুব কষ্ট হয় বলে অবহিত করেন এবং শ্রেণি কক্ষে শিক্ষকগণ ইশারা ভাষা ব্যবহার না করায় অল্পসংখ্যক বাক প্রতিবন্ধী শিশু সহজে পড়া বুঝতে পারেন না বলে অভিভাবকদের সহায়তায় প্রকাশ করেন। লক্ষ্যদল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নন-এনডিডি শিশুদের মধ্যে মাত্র একজন (শ্রবণ ও বাক) প্রতিবন্ধী শিশু দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে বিগত ৫ বছর ধরে স্কুলে অনিয়মিত ছিল। এ বিষয়ে শিশুর অভিভাবক শিক্ষকের পড়া বুঝতে না পারাকে দায়ী বলে মনে করেন। বর্তমানে যে ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি চলমান রয়েছে এ প্রক্রিয়ায় সাধারণ শিশুদের সাথে একই প্রশ্নপত্রে অংশগ্রহণকারী নন-এনডিডি শিশুদের (শ্রবণ ও বাক, দৃষ্টি, শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু) পরীক্ষা দিতে কোন ধরণের সমস্যা হচ্ছে না বলে জানা যায়। তবে একজন বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিশু একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে তার সমস্যা হচ্ছে বলে জানান। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সাধারণত শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক পরীক্ষায় ৩০ মিনিট অতিরিক্ত সময় প্রদান করার সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। এ বিষয়ে কিছুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান এ নিয়ম অনুসরণ করছে বলে অংশগ্রহণকারী শিশুরা অবহিত করেন। লক্ষ্যদল আলোচনায় স্কুলগামী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকসংখ্যক শিশু খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন বলে জানান। তবে এর মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ শিশুদের সাথে দৌঁড় খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। স্কুলগামী শিশুদের মধ্যে অল্পসংখ্যক নন-এনডিডি (শ্রবণ ও বাক, ক্ষীণ দৃষ্টি) শিশুরা গান করা ও ছবি আকাঁ এ ধরণের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারেন না বলে জানান। উল্লেখ্য যে, এখানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বলতে শুধুমাত্র গান ও ছবি আঁকা এই দুটি বিষয়কে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

গ্রহণযোগ্যতা: প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুদের গ্রহণযোগ্যতায় প্রতিবন্ধী শিশুর আপন ভাবনা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গিগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অধিকসংখ্যক প্রতিবন্ধী শিশুকে তাদের পরিবার ভালো চোখে দেখে এবং তাদের পড়াশুনা বিষয়ে সব সময় উৎসাহ প্রদান করেন। অংশগ্রহণকারীর এক-তৃতীয়াংশ মাঝারী ও গভীর মাত্রার এনডিডি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিশু হওয়ায় তাদের অভিভাবকদের সহায়তা নিয়ে জানা যায়, স্কুলে অধিকসংখ্যক সহপাঠী তাদের শরীরে চিমটি কাটে, পেছন থেকে কলমের খোঁচা দেয় এবং

তাদের কাছে বসতে দেয় না বলে জানান। তবে তাদের প্রায় সকল পড়াশুনা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। লক্ষ্য দল আলোচনায় স্কুলে না যাওয়া বিষয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রতিবন্ধী শিশু তাদের প্রতি প্রতিবেশিরা নেতিবাচক আচরণ ও মন্তব্য করেন বলে জানান। প্রতিবেশিদের করা মন্তব্যগুলোর মধ্যে 'এরা লেখা পড়া করে কিছু করতে পারবে না, বই নিয়ে স্কুলে যেতে দেখলে হাসি-তামাশা করা, তাদেরকে মা-বাবার অভিশাপ বলে, কথা বলতে পারে না তারা আবার পড়াশুনা করবে কেমন করে এ ধরণের মন্তব্যগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিদিষ্ট সংখ্যক অভিভাবক মনে করেন, পড়াশুনা করে তারা (প্রতিবন্ধী শিশুরা) একদিন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং সমাজের মানুষ তাদের ভালভাবে গ্রহণ করবে। অংশগ্রহণকারী অভিভাবকদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অভিভাবক তাদের সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন বলে জানান। তারা মনে করেন, তাদের শিশুরা পড়াশুনা করতে পারবে না। এর কারণ হিসেবে তাদের শিশুদের প্রতিবন্ধিতাকে নয় একটি নিদিষ্ট সংখ্যক প্রতিবেশি, সহপাঠী ও স্কুল শিক্ষকদের নেতিবাচক আচরণ দায়ী করছেন। এক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক অভিভাবক মনে করেন শিক্ষকরা কখনো-কখনো তাদের সন্তানদের ভাল চোখে দেখে থাকেন। 'প্রতিবন্ধী শিশুরা কী আসলে পড়াশুনা করে কিছু করতে পারবে' এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের মধ্যে অধিকসংখ্যক শিক্ষক শর্ত সাপেক্ষে 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দেন। এ ধরনের অভিমত পোষণকারী শিক্ষকরা মনে করেন, তাদের জন্য বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে না পারলে তারা বিদ্যমান অবস্থায় পড়াশুনা করতে পারবে না। বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বলতে তারা প্রতিবন্ধী শিশু-বান্ধব পাঠ্যক্রম, উপকরণ, পরীক্ষা পদ্ধতি, খাতা মূল্যায়ন ধরণ, প্রশিক্ষণ, চাহিদামাফিক রিসোর্স টিচার, হাওরাঞ্চলের শিশুদের শিক্ষা-উপবৃত্তি ছাড়াও প্রতিটি প্রতিবন্ধী পরিবারকে সরকারি ভাতার আওতায় অর্ন্তভুক্তকরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য করেন।

অর্জন: 'প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুদের অর্জন' এপ্রেক্ষিতে একই প্রশ্নপত্রে এনডিডি শিশুদের পরীক্ষা দিতে সমস্যা হচ্ছে বলে গবেষণায় জোরালোভাবে উঠে এসেছে। এর ফলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এনডিডি শিশু পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করে এবং পরবর্তীতে তারা স্কুলে আসতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষকগণও একই মত পোষণ করেন। এ জন্য এনডিডি শিশুদের বিশেষ পরীক্ষাপত্র তৈরি ও খাতা মূল্যায়ন ধরণ পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সাধারণত শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের পরীক্ষায় ৩০ মিনিট অতিরিক্ত প্রদান করার সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। তবে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অধিকসংখ্যক শিক্ষক এ বিষয়টি জানলেও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণ জানেন না বলে গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে।

৫.২. একীভূত ও বিশেষায়িত শিক্ষা বিষয়ে অংশীজনের দৃষ্টিভঙ্গি

'অংশীজন' বলতে গবেষণা কর্মে প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের অভিভাবক, অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে বুঝানো হয়েছে। অংশীজনের মতামতে উঠে আসে যে, বিদ্যমান অবস্থায় একীভূত শিক্ষা (টীকা-৫) পুরোপুরি বাস্তবায়নে বিশেষত প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণ শিশুদের সাথে একই স্কুলে, একই শ্রেণিতে, একই পাঠ্য বইয়ে, একই পাঠদানে ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে অনেকাংশে সম্ভব নয়। কারণ বিদ্যমান শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তু , উপযুক্ত উপকরণের অভাব, অবকাঠমো বিশেষত টয়লেট ব্যবস্থা এবং পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য বই, শিখন-শেখানো কৌশল, পরীক্ষা পদ্ধতি সকল শিশু উপযোগী নয়। অধিকসংখ্যক শিক্ষা সংশ্লিষ্টগণ বিশ্বাস করেন, একীভূত শিক্ষায় মৃদু মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুরা শুধু পড়তে পারবে কিন্তু মাঝারি ও চরম মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুর পড়তে পারবে না। এ জন্য ইতিমধ্যে বর্ণিত অন্যান্য সমস্যার সাথে হাওরাঞ্চলের অবস্থাগত কারণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তারা মনে করেন, হাওরাঞ্চলের ৬ মাস পানিবন্দী জীবন প্রতিবন্ধী শিশুদের একটি বিশেষ সমস্যা। এ-প্রেক্ষিতে বর্ষাকালীন আফাল, বাড়ী ভাঙ্গণ, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, এনডিডি শিশুদের সাতাঁর কাটতে না জানা, বুদ্ধিবৃত্তিকগত কারণে বর্ষা মৌসুমে বাড়ি থেকে মা-বাবা একা স্কুলে না পাঠানো এবং ধান কাটা মৌসুমে শিশুর বাবা-মার সাথে শিশুদের জড়িত হওয়াকে দায়ী মনে করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একীভূত স্কুলে যারা পড়াশুনা করছে তাদের অধিকসংখ্যক শিশু ও তাদের অভিভাবক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষায়িত স্কুল সবচেয়ে উপযোগী বলে মতামত প্রদান করেন। তারা মনে করেন পৃথক স্কুল (বিশেষায়িত স্কুল) হলে আলাদা স্কুল হলে শিক্ষকরা পর্যাপ্ত সময় দেবে ও বিশেষ যত্ন নেবে, সহপাঠীরা কিছু বলবে না বলে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষায়িত কিংবা সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা দরকার বলে অংশগ্রহণকারী প্রায় অর্ধেকসংখ্যক শিক্ষক মনে করেন।

৫.৩. একীভূতকরণে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষায় একীভূতকরণে চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে অভিগম্যতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, গ্রহণযোগ্যতা অর্জন, অংশীজনের দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় একীভূতকরণের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে ভর্তিকরণ, স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত এবং ভৌতকাঠামো ও হাওরে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিকূল পরিবেশকে চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন। অধিকসংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন পারিবারিক দারিদ্র্য, অসচেতনতা এবং প্রতিবেশি ও সহপাঠীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

এবং ভৌগলিক অবস্থান প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ চ্যালেঞ্জ। বিশ্লেষণে দেখা যায় হাওরে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিকূল পরিবেশ বলতে বর্ষা মৌসুমে আফাল, ধান-কাটার সময় শিশুদের স্কুলে অভিভাবকহীন যাতায়াতকে বিশেষ চ্যালেঞ্জ মনে করছেন। অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল শিক্ষক একমত পোষণ করেন যে, চরম মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুর সাথে সাধারণ শিশুদের সাথে পড়ানো সম্ভব নয়। তাছাড়া পাঠ্যক্রম প্রতিবন্ধী শিশু উপযোগী না হওয়া, প্রতিবন্ধী শিশু পাঠদান কৌশল সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষক জানেন না, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান না করা এবং হাওর এলাকায় একটি পাড়া (গ্রামের একটি অংশ বিশেষ) থেকে অন্য পাড়ার দূরত্ব, বর্ষার ভরা মৌসুমে প্রতিবন্ধী শিশুদের যাতায়তে ভয় (সাঁতার কাটতে না জানা) ভরা বর্ষা মৌসুমে সপ্তাহব্যাপী চলা আফাল (বাতাসে হাওরের জলরাশি উত্তাল থাকা) প্রতিবন্ধী শিশুদের বৎসরের অধিকাংশ সময় স্কুলগামী থেকে বিরত রাখে এবং এক সময় দেখা যায় তারা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যদল আলোচনায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিবন্ধী শিশুরা বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে বরাদ্ধকৃত নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর লিখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন।

সহপাঠীদের খারাপ আচরণ, নানাভাবে বিরক্ত করা এবং অবহেলাকে প্রাথমিক শিক্ষায় একীভূতকরণে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ বলে অভিভাবকগণ মনে করেন। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি বিশেষত এনডিডি শিশুদের পরীক্ষা ভীতি রয়েছে বলে শিক্ষকগণ মনে করেন। অধিক সংখ্যক শিক্ষক ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ মনে করেন দারিদ্র্য ও অসচেতনতা প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

৬. চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে করণীয়

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূতকরণের মাত্রা নিরূপণ-সম্পর্কিত ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অধিককাংশ নন-এনডিডি (মৃদু ও মাঝারি মাত্রা) প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলগামী এবং তারা মনে করে বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং পড়াশুনা করা দরকার। অভিভাবকগণও মনে করেন সমাজে তাদের ভালভাবে বাঁচতে পড়াশুনার কোন বিকল্প নেই। তারা যদি লেখাপড়া করে কোনো রকম একটা চাকরি পায় তাহলেও তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। শিশু স্কুলগামী নয় তারা সকলেই এনডিডি, বহুমাত্রিক এবং শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধিতার শিকার। অংশগ্রহণকারীর অধিক সংখ্যক এনডিডি, শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশুরা মনে করেন তাদের জন্য বিশেষায়িত স্কুলই সবচেয়ে উপযোগী। এ বিষয়ে প্রায় সকল অভিভাবকগণও একই মত পোষণ করেন। তবে সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাগণ কিছু শর্ত সাপেক্ষে বিশেষায়িত স্কুল করা যেতে পারে বলে মতামত তুলে

ধরেন। হাওরাঞ্চলে প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষায় সমস্যাবালি উদ্‌ঘাটনের নিমিত্তে পাঁচটি বিষয় প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ প্রয়োজন যথা এক. পারিবারিক ও সমাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, দুই. সাধারণ স্কুলের পাশাপাশি বিশেষায়িত স্কুল (টীকা-৬) স্থাপন, তিন. সকল প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা-উপবৃত্তি নিশ্চিতকরণ, চার. হাওরের জন্য বিশেষ শিক্ষা ক্যান্ডোর ও স্কুল পরিবহনের (জলযানসহ) ব্যবস্থা, পাঁচ. রিসোর্স শিক্ষক, পাঠ্যক্রম ও উপকরণ প্রতিবন্ধী-বান্ধবকরণ, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন জরুরি। এ পরিপ্রেক্ষিতে সুনিদিষ্ট সুপারিশমালা যথা:

৬.১. হাওরাঞ্চলে প্রতিবন্ধী শিশুরদের প্রাথমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা নিশ্চিতকল্পে বর্ষা ও শুষ্ক উভয় মৌসুমে যাতায়াতের অসুবিধা দূরীকরণে পরিবার, সমাজ ও স্কুল এই ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থাপনায় বর্ষার সময় নৌকা ও শুষ্ক মৌসুমে অটো ভ্যান চালু করা;

৬.২. দারিদ্রের কারণে ভরা বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমে কাজের সন্ধানে দূর অঞ্চলে গমন নিরসনে ধান কাটা ও আফালকালীন সরকারি পর্যায় হতে প্রতিবন্ধী শিশুভুক্ত পরিবারে বিশেষ ভাতা ও সকল প্রতিবন্ধী শিশুকে ভাতা ও শিক্ষা-উপবৃত্তির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা;

৬.৩. হাওরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষায় একীভূতকরণ নিশ্চিতকরণে ধান কাটা মৌসুম কেন্দ্রিক হাওরে অবস্থিত স্কুলগুলোর জন্য বিশেষ শিক্ষা ক্যালেন্ডার চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা;

৬.৪. হাওরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে সাধারণত শিক্ষার পাশাপাশি অটিজমসহ এনডিডি শিশুদের জন্য বিশেষায়িত স্কুল কিংবা সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা;

৬.৫. বর্ষাকালে আফালের সময় প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলগামীকরণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং বিশেষত এনডিডি শিশুদের স্কুলে সাঁতার শিখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৬.৬. প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবক, শিক্ষক ও সহপাঠীদের মাঝে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টিতে স্কুল পর্যায়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন ও কর্মশালা এবং পরিবার পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে কাউন্সেলিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭. উপসংহার

শিক্ষার অধিকার মৌলিক মানবাধিকার। যে শিশুটি এই মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত, সে সুস্থ আর স্বাভাবিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। যার প্রেক্ষিতে সমাজ ও রাষ্ট্রে তার অবস্থান হয় সবচেয়ে দুর্বল। এই দুর্বলতার দায়ভার আজন্মকাল শুধু তাকে নয়, বয়ে বেড়াতে হয় সমাজ ও রাষ্ট্রকেও। একজন প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে এই 'অবস্থান' একজন সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে কতটুকু বৈষম্য, পীড়ন আর দুর্বিসহ হতে পারে তা কেবল ভুক্তভোগী মাত্রই ভাল জানেন। এই দায়ভার থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হতে পারে সকল ধরণের শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা। প্রতিটি শিশুর শিক্ষা নিশিচত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পূরণে সরকার এ পর্যন্ত অনেকখানি সফল হয়েছে। তথাপি এখনও অনেক শিশু আছে যারা শারীরিক বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতার শিকার, আর্থ-সামাজিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, দারিদ্র, দুর্গম এলাকায় বসবাস, পথ-শিশু কিংবা উপজাতি শিশু হওয়ার কারনে বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। এসকল শিশুদের বিশেষত প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্তকরণ আজ সময়ের দাবী। প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণত আমাদের পারিবারিক ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জীবন সম্পর্কিত ধারণার প্রাথমিক ধাপ থেকেই চারপাশের পরিমন্ডল কিংবা অপরাপর সমবয়সীদের থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে শিখে; তবে তা ইতিবাচক মনোবৃত্তির দিক থেকে নয়, অসহায়ত্বের দিক থেকে। এই অসহায়ত্ব সময়ের পরিক্রমায় প্রতিবন্ধী শিশুর নিজস্ব ভূবনে একটি একাকীত্বের বলয় তৈরী করে, যা তাদের স্বাভাবিক জীবনকে বাঁধাগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাসঙ্গিক অপরাপর বিষয়গুলোর সাথে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এবং সহপাঠীরা যাতে তাদের সাথে ভালো আচরণ করে সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা, ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুলোর শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষার উপর নবতর ধ্যান ধারণা, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি অন্তর্ভূক্তকরণসহ সর্বোপরি প্রয়োজন প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সকলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনে ফিরিয়ে আনতে এক টুকরো আলো।

সাধারণত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণে গবেষণায় যে ধরণের সমস্যাগুলো উঠে এসেছে হাওরাঞ্চল এক্ষেত্রে অনেকটা ব্যতিক্রম। হাওরে নিউরো ডেভলাপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি বা এনডিডি, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুদের প্রায় সকল শিশু স্কুলগামী নয়। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূতকরণে পূর্ববর্তী অন্যান্য গবেষণার ফলাফলেও

প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি পরিবার, প্রতিবেশি, সহপাঠী, শিক্ষকদের নেতিবাচক মনোবৃত্তিসহ বিদ্যমান পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য বই, পাঠদান পদ্ধতি প্রতিবন্ধী শিশু-বান্ধব নয় এ বিষয়গুলো উঠে আসলেও হাওরাঞ্চলে একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ে সমন্বিত ও বিশেষায়িত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন এ বিষয়টি কোন গবেষণায় বিশেষবাবে স্থান পায়নি। চ্যালেঞ্জ হিসাবে দারিদ্র্য, অসচেতনতা, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক-প্রশিক্ষণের অভাব, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত কম, উপকণের অভাবযুক্ত বিষয়গুলোর সাথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাওরাঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান। প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় একীভূতকরণে হাওরাঞ্চলে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

টীকা

১. হাওরাঞ্চল: ‘হাওরাঞ্চল’ হলো কমবেশি গোলাকার নিচু ভূমি; যার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ পানি নিষ্কাশনযোগ্য অববাহিকা রয়েছে এবং এই গোলাকার নিচু ভূমি নদী দ্বারা চারদিকে ঘেরা থাকে’। শুষ্ক মৌসুমে হাওরের নিম্নতম অংশে এক বা একাধিক বিল থাকে; যেগুলো খালের মাধ্যমে নদীর সাথে যুক্ত। বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলের পরিধি প্রায় ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার, যা বাংলাদেশের সমগ্র এলাকার ৭ শতাংশের সমান। হাওরাঞ্চালে বসবাসরত মোট জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি *(DBHWD, ২০১৭)*।

২. প্রতিবন্ধিতা: “প্রতিবন্ধিতা” অর্থ যেকোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্থতা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পারিক প্রভাব, যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন। আর প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হল যে কোন ধরণের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি *(MOSW, ২০১৩)*।

৩. প্রতিবন্ধী শিশু : প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ -তে উল্লেখিত প্রতিবন্ধিতা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে কোন শিশু; যার বয়স ১৮ বছর বা তার নিচে তাকে প্রতিবন্ধী শিশু বলা হবে। এখানে জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী শিশুর বয়স এবং শিশুর স্কুলগামী বয়স ৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুকে আবার ব্যতিক্রমধর্মী শিশুও বলা হয়। কার্ক ও গ্যালাহার এর মতে “ ব্যতিক্রমধর্মী শিশু বলতে বুঝায়, গড় মানের শিশুদের তুলনায় যে শিশুর (১)মানসিক ক্ষমতা (২) ইন্দ্রিয় ক্ষমতা (৩) ভাববিনিময় ক্ষমতা (৪) সামাজিক আচরণ ক্ষমতা (৫) শারীরিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয় এবং এ ভিন্নতা এমন মাত্রায় হয় যে, তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ বিকাশের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হয় বা বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার প্রয়োজন হয় *(Carck and Gelaher, 1986)*।

৪. এনডিডি *(Neauru Developmental Disabilities-NDD)*: স্নায়ুবিকাশের ভিন্নতাজনিত সীমাবদ্ধতাকে এনডিডি বলা হয়। স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতার মধ্যে অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও ডাউন্স সিনড্রোম ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত। স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতার কারণে ব্যক্তি পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের সাথে যথাযথভাবে সামাজিক যোগাযোগ সংরক্ষণ, চলাফেলা, ভাববিনিময় এবং দৈনন্দিন কার্যনির্বাহে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ হয় না।

৫. একীভূত শিক্ষা : একীভূত শিক্ষা হচ্ছে একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব, ছেলে-মেয়ে, প্রতিবন্ধী-অপ্রতিবন্ধী সহ সকল শিশুকে একই শিক্ষক দ্বারা, একই পরিবেশে এক সাথে মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করা হয় ।

৬. বিশেষ শিক্ষা : বিশেষ শিক্ষা বলতে প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কোন আবাসিক বা অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম, যাহা মূলধারার শিক্ষার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যেখানে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার পাশাপাশি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিদ্যামান অবস্থাকে বুঝায় *(MoSW,2013)*।

তথ্যনির্দেশ

১. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, হাওরের চালচিত্র ২০১৮, ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৮, পৃ. ৪।

২. বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, হাওরের তালিকা, ভলিউম-৩, ঢাকা: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৬, পৃ. ৭।

৩. জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, প্রতিবন্ধিতা শণাক্তকরণ তালিকা, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২০।

৪. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি-২০১৮, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৬।

৫. Action on Disability and Development International, Disabilities & Human Rights Survey-2008, Dhaka, 2008, Page, 17-18.

৬. Ahsan, M. T. & Mullick, J. (2013). The journey towards inclusive education in Bangladesh: Lessons Learned. *Prospects, 43*(2), 151-164.

৭. Ahsan, M. T., Sharma, U., Deppeler, J. (2012) Challenges to prepare pre-service teachers for inclusive education in Bangladesh: beliefs

of higher educational institutional heads. *Asia Pacific Journal of Education (APJE)*, 32 (2); 1-17.

৮. Ahsan, M. T., Deppeler, M. J., & Sharma, U. (2013). Predicting pre-service teachers' preparedness for inclusive education: Bangladeshi pre-service teachers' attitudes and perceived teaching efficacy for inclusive education. *Cambridge Journal of Education, 43*(4), 517–535.

৯. Ahsan, M. T., & Sharma, U. (2018). Pre-service teachers' attitudes towards inclusion of students with high support needs in regular classrooms in Bangladesh. British Journal of Special Education, 45(1), 81–97.

১০. শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১০, পৃ. ৪২।

১১. World report on Disability-2013, World Health Organization, Geneva, 2013.

১২. প্রতিবন্ধী শিশুর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রতিবেদন-২০১৪, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৪।

১৩. নিরাফাত আনাম, মোহাম্মদ তারিক আহসান ও নাসিমা আক্তার (২০১২)। 'শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা: কারণ, প্রতিকার ও উন্নয়ন সহায়তা', ঢাকাঃ সিএসআইডি।

১৪. এম, তারিক হাসান, ম. মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া, 'আন্তর্জাতিক একীভূত শিক্ষা সম্মেলন ও বাস্তবতা', দৈনিক কালের কণ্ঠ, ইমদাদুল হক মিলন সম্পাদিত, ঢাকা: ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৪।

১৫. Statistics and Informatics Division, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), "Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2016" Ministry of Planning, People's Republic of Bangladesh, 2016.

১৬. আবুল বারাকাত, 'প্রতিবন্ধী অধিকার: বাজেট ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা-২০১১, ঢাকা: ২০১১, পৃ. ৫-৭।

১৭. World report on Disability-2013, World Bank, 2013.

১৮. Lutfon Nahar, “An Analysis of the disabled children’s right to education Bangladesh”, India Academia: 2016, pp. 2-7.

১৯. Prof.Neaz Ahmed and Abul Kashem,“Education for disabled children in Bangladesh: Perceptions, Misconceptions and Challenges”, India Academia: 2015, pp. 94-100.